লুকাছুপি

-- মোঃ পারভেজ মোশারফ

কিভাবে সম্বভ এটা?

এতটুকু বাচ্চা কিভাবে কথা বলতে পারল?

যখন নাবিলা গর্ভাবস্থাই ছিল ঠিক এমনই সপ্ন দেখত। দেখত তার স্বামি তার কাছে এবং এবং তার বাচ্চা কথা বলছে আয়নানগর! আয়নানগর।

আচ্ছা সপ্নও কি বাস্তবে হয়?

ডাক্তারের মুখে ও বিস্ময় এর চিহ্ন।

ডাক্তার বলছিল 'আমার ৩০ বছরের ক্যারিয়ারে এমন ঘটনা আজ পর্যন্ত কখনও দেখি নি '

যদিও তার কথা বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে না।

ঘটনা শুরু হয় ৭-৮ মাস আগে যখন নাবিলা বুঝতে পারে তার গর্ভে মেয়ে সন্তান আছে এবং তার স্বামি রশিদ একজন সৎ মানুষ।

প্রায় প্রতিদিন রাতেই একই সপ্ন দেখতে পাই। তার সন্তান জন্মহবার পর বলে আয়নানগর আয়নানগর।

নাবিলা জিজ্ঞাসা করে,
-আয়নানগর কি ?
-কোন জাইগার নাম নাকি?
কোন উত্তর দেয় না। শুধু বলে 'আয়নানগর' ' আয়নানগর'।
-আয়নানগর কি? আয়নানগর কি?

কোন উত্তর নেই। শুধু একাধারে বলেই যাচ্ছে 'আয়নানগর' ' আয়নানগর'।

এরকম সপ্ন প্রতিদিনই দেখতে পেত নাবিলা। তবে তা সপ্ন ভেবেই ভুলে যেত। কিন্তু সপ্নটি যে সত্য হবে সেটা ছিল নাবিলার চিন্তার ও বাহিরে।

মাঝা মাঝে নাবিলা চিন্তা করে 'আমার বাচ্চা হল কিন্তু রশিদ একবার ও আসল না দেখতে? ' যাহ! আর কোনদিন কথা বলব না রশিদ এর সাথে।

ডাক্তার চিন্তামুখে নাবিলার কেবিন এ ঢুকল এবং বলল তারা কোনভাবেই বুঝতে পারছেনা কেবল জন্ম নেওয়া শিশু কিভাবে কথা বলতে পারছে আর আয়নানগরই বা কি ?

ডাক্তার চিন্তামুখে কথা বললেউ নাবিলার কাছে সব নাটকীয় মনে হচ্ছে।

নাবিলা চেষ্টা করছিল কথাটিকে ভুলে যেতে। কিন্তু বার বার কথাটি বলাই তা ভুলে যাওয়া সহজ কাজ ছিল না।

বাচ্চাটি অন্য বাচ্চাদের মত স্বাভাবিক ছিল না। অনেক চেষ্টা করেউ বুকের দুধ খাওয়ানো যেত না।

আরো অনেক বিষয় এ বাচ্চাটি ছিল অন্যদের থেকে আলাদা। বাচ্চাটি সবসময় নিজের দুনিয়াই মেতে থাকত।একাই কাঁদত, একাই হাসত। যেন সে এই দুনিয়ার মানুষ ই না। সারাদিন শুধু 'আয়নানগর' 'আয়নানগর'।

নাবিলা তার বাচ্চাটির নাম ঠিক করল মুন্নি।

বাচ্চারা সাধারনত সঙ পেতে ভালবাসে, তবে মুন্নি এমন ছিল না। নাবিলা ঘরে ঢুকলেই কান্না করে উঠত আবার চলে গেলে কান্না বন্ধ করে দিত।

এভাবেই চলছিল সবকিছু। অনেক কষ্টে কেটে গেল দুবছর। সবকিছু ভুললেউ রশিদ এর কথা ভুলে নি নাবিলা।

নাবিলার জিবনের সবচেয়ে বড় আনন্দের বিষয় তখন হল যখন নাবিলা তার স্বামি রশিদ কে দেখল।

রশিদ এসেই বলল ' আমার ট্রান্সফার হয়েছে তোমাকে যেতে হবে আমার সাথে আয়নানগর এ তবে এই মেয়ে(মুন্নি) কে রেখে'

নাবিলা কোন ভাবেই রাজি না মুন্নিকে রেখে যেতে। তবে নাবিলা বুঝতে পারছিল না রশিদ কেন তার মেয়েকে রেখে যাবে।

রশিদ অনেক চেষ্টা করেউ মুন্নিকে রেখে যেত পারল না। শেষ পর্যন্ত মুন্নিকে নিয়ে যাবার ই প্লান করল।

নাবিলা বলল ‘আচ্ছা আমরা যাব কোথাই? ‘

‘আয়নানগর’

নাবিলা থমকে দাড়াল। তাহলে মুন্নি যা বলত তা একটি জাইগার নাম?

কেবল জন্ম নেওয়া একটি বাচ্চা কিভাবে এমন একটা জাইগার নাম জেনেছিল বা শুনেছিল যেটা নাবিলা ই কখনও শুনে নি।

সকল সমস্যা সমাধানের আশা নিয়ে নাবিলা রশিদ আর তাদের ২ বছর বয়সের সন্তান মুন্নি কে নিয়ে রওনা হয় আয়নানগর এর পথে।

রশিদ যদিও নাবিলাকে চিন্তামুক্ত করার চেষ্টা করছে তবুও নাবিলার মন থেকে চিন্তা দূর হচ্ছেনা। তবে এ যেন এক আনন্দের চিন্তা। তার মনে হচ্ছে আয়নানগর এ গিয়েই তার সকল সমস্যা দূর হবে। নাবিলা চাচ্ছিল খুব দ্রুত পৌছে যাক আয়নানগর।

সন্ধ্যার দিকে আয়নানগর পৌছে গেল তারা । চারপাশে হৈ চৈ। মিছিল হচ্ছে মনসুর আলিকে ভোট দেবার জন্য ।
গ্রামের মানুষেরা বলাবলি করছে প্রভাবশালী মনসুর আলি যার কাছে আছে অনেক পুরানো এন্টিক মূর্তি। মূর্তিটির বর্তমান মুল্য একশ কোটি টাকা।

নাবিলা জানে এই মনসুর আলির সাথে তার স্বামি রশিদ এর সম্পর্ক ভাল না। কারন রশিদ মনে করে মনসুর আলির এন্টিক মূর্তিটি তার বংশের। এবং এর জন্য রশিদ তার জীবনও দিতে পারে। এই মূর্তি নিয়ে কিছুদিন কোট-কাচারি হয়েছিল কিন্তু কোন ভাল ফলাফল না পেয়ে রশিদ হালছেড়ে দেয়।

নাবিলার মনে হয় মনসুর আলি মারা গিয়েছিল। তবে মনসুর আলিকে জিবিত দেখে খুব খুশি হয় নাবিলার যদিও রশিদের সবচেয়ে বড় শত্রু সে।

নাবিলা তার স্বামিকে বলল ' এ কেমন যাইগাই ট্রান্সফার হয়ে আসলে যেখানে তোমার শত্রু রয়েছে ?' রশিদ বলল কে আমার শত্রু আমি তো একে চিনি ই না।

নাবিলা কিছু বলল না। মনে মনে ভাবল ভালোই হয়েছে শত্রুদের কথা মনে না থাকাই ভাল। যদি রাগে রাগে খুন করে দেয়।

তারা ৩ জন হোটেলে পৌছে গেল এবং খুব দ্রুত ঘুমিয়ে গেল।

রাত ৪:৩০ টা। খুব জোরে চিৎকার এর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল নাবিলাএ । পাশে মুন্নিও নেই। রুমের কোথাও খুজে পেল না মুন্নিকে । নাবিলা খেয়াল করল বাথরুম থেকে শব্দ আসছে । তাই নাবিলা বাথরুমে ঢুকে এবং দেখে মুন্নি বাথরুমে অজ্ঞান অবস্থাই পড়ে আছে। মুখে আঘাত লেগেছে। এদিকে রশিদ ও নেই, দরকারি কাজে বাইরে গেছে।

কি করবে কিছু বুঝতে পারছিল না নাবিলা । সে মুন্নিকে নিচে নিয়ে গেল হাসপাতাল এ যাবার উদ্দেশ্য। তবে তাকে যেতে দিচ্ছিল না।
কেন দিচ্ছিল না তা নাবিলা বুঝল না। কোথা থেকে একটি অপরিচিত লোক এসে মুন্নিকে নিয়ে যাচ্ছিল। তকবে নাবিলা কোনভাবেই এক অপরিচিত মানুষের কাছে তার মেয়েকে পাঠাতে চাচ্ছিল না।
অনেক জোরাজুরির পর অ মুন্নিকে তো নাবিলার কাছে দিল ই না বরং নাবিলাকে ঘরে তালা মেরে বন্ধ করে রাখা হল। নাবিলা বুঝল না কেন এমনটা হল।

পরেরদিন মুন্নি ফিরে এল আর জানালো তার মুখে এসিড মারা হয়েছে।

নাবিলা হতবাক!

এতটুকু বাচ্চাকে কেউ কেন এসিড মারবে। এই ঘটনাই নাবিলা অনেক কষ্ট পেল। মনে মনে ভাবল আজ যদি রশিদ এখানে থাকত তাহলে দেখিয়ে দিত তার মেয়েকে এসিড মারার শাস্তি কি হয়।

কিন্তু রশিদ কোথাই!

নাবিলা বিষয়টি লক্ষ করল যে মুন্নি আর আয়নানগর রর কথা বলছে না।

নাবিলা বলল তুমি আর আয়নানগর এর কথা বলছ না?
আয়নানগর কি?

নাবিলা ভাবল এসিড মারলে কি স্মৃতিশক্তি ও চলে যাই!!

যখন থেকে আয়নানগর এ এসেছে তখন থেকে সবকিছু গোলমাল লাগছে। ৩-৪ দিন হয়ে গেল তার স্বামি হোটেলে আসেনি আসেনি। এদিকে মুন্নিই তার একমাত্র সাথি। কিন্তু সেই মুন্নি অ আর আগের মত নেই।

কথায় কথায় নাবিলা প্রশ্ন করে,

‘ যানিস মুন্নি তুই যখন ছোট ছিলি তখন থেকেই তুই শুধু আয়নানগর এর কথা বলতি? ‘
না আমার তো মনে পড়ে না।
না তুই বলেতি।
না।

নাবিলা ভাবল তাকেই সব রহস্যের খোলসা করতে হবে। কিন্তু এজন্য তাকে হোটেলের বাইরে যেতে হবে মুন্নিকে নিয়ে।
তাই নাবিলা প্লান করল মুন্নিকে নিয়ে পালিয়ে যাবে।
এবং সে তাই করল,
রাত্রে যখন সব গার্ডরা ঘুমাচ্ছিল তখন তাদের কাছে থেকে চাবি চুরি করে মেইন গেট দিয়ে পালিয়ে যাই।
সে বুঝছিলনা যে একটা হোটেলের সিকিউরিটি এত কেন। তবুও সে পালাতে পেরেছে এই অনেক।

নাবিললা তান্ত্রিক/কবিরাজ এ অনেক বিশ্বাসী ছিল। তার এক পরিচিত তান্ত্রিক ছিল তাই সে তার কাছে গেল।
সকল ঘটনা খুলে বলল তান্ত্রিক এর কাছে।

তান্ত্রিক বলল হতে পারে মুন্নি ২য় বার জন্ম নিয়েছে বা নেওয়ানো হয়েছে। আয়নানগর এর সাথে হয়ত মুন্নির সাথে অনেক খারাপ কিছু হয়েছে এবং তার বদলা নেওয়ার জন্য জন্ম হয়েছে।

নাবিলা বলল ‘ কিভাবে মুন্নির পুর্ব জন্মের তথ্য যানা যাবে? ‘

তান্ত্রিক বলল এটা অনেক কঠিন কাজ। তুই পারবি?

মুন্নির ভালোর জন্য আমি জীবন দিতেও পারি।

জীবন নিতে পারবি?

এটা কি বলছেন বাবা আমি এমন মানুষ না।

আচ্ছা তোর বাচ্চা হবার কাহিনি টা বল?

হ্যা! বলছি!!

আমার আর রশিদ এর বিয়ে হয়েছিল পালিয়ে।
ঘটনাটি ৩ বছর আগে যখন আমার বিয়ে হচ্ছিল। খুব ভালবাসতাম আমি আমার পরিবার কে এবং তার সাথে সাথে রশিদ কেউ । কিন্তু বাবা-মায়ের বিরুধ্যে গিয়ে রশিদ এর সাথে বিয়ে করার মত মননোবল ছিল না আমার।

কিন্তু মনোবল তখনই ফিরে আসে যখন বিয়ের জন্য যখন আমি নিচে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলা। যখন আমি নিচে যাব ঠিক তখন ই জানালাই দেখতে পেলাম রশিদ কে। রশিদকে পেয়ে তখন এক মুহুর্তের জন্যও আমার মা-বাবার কথা মনে হয়নি ।
ভালবাসার মানুষটিকে কাছে পেয়ে আমি মনবল ফিরে পাই এবং রশিদ এর সাথে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করি।

পরেরদিন আমার জিবনের সবচেয়ে দুঃখের খবর আসে যে আমার বাবা আত্বহত্যা করেছে। বাবা ছিল আমাদের এলাকার সবচেয়ে সম্মানিত লোক। দুনিয়া এদিক ওদিক হতে পারে কিন্তু তার সম্মান এদিক ওদিক হবে তা তিনি কখনও সহ্য করতে পারেন না। তখন নিজেকে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় পাপি ও খুনি মনে হয়।

এর পর আমার সবচেয়ে বড় ধাক্কা লাগে যখন ১ বছর হবার পর ও আমাদের কোন বাচ্চা হয় না।

আমি অনেক তাবিজ পরেছি,অনেক গাছ /শিকড় খেয়েছি কিন্তু বাচ্চা পেটে আসে নি। তখন নিজেকে খুব অসহায় ও আরো দোষি মনে হচ্ছিল। রশিদ এর মত একটা ভাল ছেলের জীবন আমি নষ্ট করলাম সাথে বাবার জীবন ও।

পরে আমি হাল ছেড়ে দিই কিন্তু রশিদ অনেক ডাক্তার কবিরাজ দেখাই। এবং কিছুদিন পরে সুখবর আসে আমি মা হতে চলেছি। কিন্তু রশিদ কোন খারাপ কাজ করে নি।

তুই তো মা হতে পারবি না পরে কিভাবে হল?
জানি না।
আচ্ছা তোর স্বামির নাম রশিদ। তাই না?
হ্যা।
আচ্ছা কাল আবার আসবি।কিছু কাজ আছে আমি সেগুলা করে নেই।

নাবিলা চিন্তাভাবনা করল সে মুন্নিকে নিয়ে আবার হোটেলে চলে যাবে কিন্ত সমস্যা হল এতক্ষনে হয়ত সবাই যেনে গেছে যে আমারা পালিয়েছি।

তবুও ভাবল একবার গিয়েই দেখি।

হোটেলের সামনে আসতেই নাবিলা রশিদ কে দেখতে পেল। বুঝতে পারল না রশিদ এখানে কি করছে।

দূর থেকে কান পেতে শুনল, রশিদ বলছে 'আমি নাবিলার সাথে দেখা করতে চায়'।

গার্ডরা বলল সে ও মুখে এসিড লাগা মেয়েটি পালিয়েছে।

নাবিলা খেয়াল করল রশিদ এর সাথে একটি মেয়েও আছে। মেয়েটি কে তা দেখার খুব ইচ্ছা হল নাবিলার।
নাবিলার ইচ্ছা পূরন এখনই হতে চলেছিল কারন দেখল মেয়েটি পিছনে ঘুরছিল।

মেয়েটি ঘোরার পর নাবিলা যা দেখল তা দেখার জন্য কখনই প্রস্তুত ছিল না।

নাবিলা দেখল মেয়েটি মুন্নি। তাহলে তার (নাবিলা) সাথে যে মুন্নি আছে সে কে?

নাবিলা মুন্নিকে দেখতে পেয়েও তার সামনে গেল না। সে চায়ছিল দূরে থেকে কি হয় তা দেখার। কিন্তু কিছু বুঝতে না পেরে অন্যত্র চলে গেল এবং ভোর হবার অপেক্ষা করতে থাকল।

তাই শেষ পর্যন্ত হোটেলে না গিয়ে পরেরদিন নাবিলা আবার তান্ত্রিক এর কাছে গেল।

তান্ত্রিক বলল আমি কিছু আচ করতে পেরেছি।

কি আচ করতে পেরেছেন এর উত্তর এ তান্ত্রিক বলে,

‘ যখন তোর বাচ্চা হত না তখন তোর স্বামি অনেক কবিরাজ,তান্ত্রিক এর পরামর্শ নিয়েছিল। লাস্ট এর দিকে এক তান্ত্রিক বলে নাবিলার বাচ্চা হবে তবে তোকে একটা কাজ করতে হবে। তোকে প্রতিদিন তোর স্ত্রিকে এক বিশেষ পানি খাওয়াতে হবে। আমাদের আশেপাশে অনেক আত্না ঘুরে বেড়াই নতুন জন্ম নিয়ে তার অতৃপ্ত আশা পূরন করা বা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য।

ঠিক এমনভাবেই তোর গর্ভে জন্ম নেয় মুন্নি। হয়ত মুন্নি একটি আত্মা যার সাথে আয়নানগর এর সম্পর্ক আছে।

আর যদি এভাবেই তোর বাচ্চা হয় তাহলে তোর স্বামি একজন খুনি। কারন তান্ত্রিক এর সর্ত মতে তোর স্বামিকে হয়ত তার সবচেয়ে বড় শত্রুকে মেরে ফেলেছে।

তারমানে আমার বাচ্চা মুন্নি কোন আত্মার দ্বিতীয় জন্ম না।
এটা তুই কিভাবে বলতে পারিস?
কারন আমি আয়নানগর আসার সময় দেখেছি তার সবচেয়ে বড় শত্রু মনসুর আলি বেচে আছে।
না এটা কখনওই হতে পারে না।
তুই যা বলছিস তা কি সত্যি?
হ্যা সত্যি।

উত্তরে গুলো পেয়ে সে খুব ই কষ্ট পায় যে সে এরকম ভন্ডকে বিশ্বাস করেছে। ডাক্তার ই ঠিক বলেছিল হয়ত এটা কোন প্রকার রোগ হয়ত।

নাবিলা সবকিছু মেলানোর চেষ্টা করে এবং আবার রশিদের পিছু করতে থাকে। আর দেখে ঠিক সেই হোটেলেই যাচ্ছে রশিদ। তার সাথে আজ মুন্নি নেই। আর সে আবার আমার খোজেই এসেছে।

নাবিলা ভাবল এটা মনে হয় ঠিক সময় না রশিদ এর সাথে দেখা করার। সাথে এসিড মুখে লাগা মেয়েটিও ছিল।

নাবিলা দিশেহারা হয়ে তার বাড়ি যাবার জন্য মনস্থির করে। ভাবল রশিদ তো এখানেই আসবে তখন তার সাথে দেখা হলে সব কিছু জানতে পারবে।

বাড়ি পৌছে সে সবকিছু মনে করার চেষ্টা করে কি হয়েছিল তার সাথে।

মাঝরাত্রে তার বাড়ির দরজাই এসে ডাকছে কিছু লোক। বাইরে বেরিয়ে দেখে পুলিশ এসেছে তার বাড়িতে।

বিনা কারনে কেনো তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা সে কোনমতেই বুঝতে পারছেনা। জিপে তুলে নাবিলাকে নিয়ে যাওয়া হল একটি হোটেলে।

আচ্ছা! পুলিশ ধরে নিয়ে গেলে থানায় নিয়ে যাই কিন্তু পুলিশেরা সেই হোটেলে নিয়ে এল যেখানে রশিদ তাকে এনেছিল।

পুলিশ এসে হোটেলের সেই কামরাই নাবিলাকে বন্ধ করার চেষ্টা করছিল যেই কামরাই রশিদ এসে তাকে নিয়ে এসেছিল।

কেন আমাকে ধরে আনা হল?

এর জবাবে পুলিশ বলল খুনি এবং পাগলাগারদ পলাতক।

-আপনি আমার সাথে মশকরা করছেন?
-না।
-আমি কোন খুন করি নি।
-আপনিই করেছেন।
-কাকে করেছি খুন?
-এভাবে আর চলতে দিতে পারি না আমরা।ডাক্তার আসুক সব খুলে বলবে।
-ডাক্তার কেন?
-কারন আপনি পাগল।
-আমি পাগল না। আমাকে সব খুলে বলুন।
-সব পাগল একই কথ বলে আমি পাগল না।

পুলিশরা যখন ই চলে যেতে যাচ্ছিল ঠিক তখনই নাবিলা উত্তর না পেয়ে এক ঝটকাই পুলিশের বেল্ট থেকে বন্দুকটি বের করে পুলিশের মাথাই ধরে আর সকল প্রশ্নের উত্তর চায়।

বাকি পুলিশেরা নাবিলার দিকে গুলি ছুড়তে চায়লে তাদের সিনিওর অফিসার বন্ধুক নামাতে বলেএবং নাবিলাকে সকল ঘটনা বলবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়।

অফিসার বলতে থাকে,

আপনি নাবিলা। যার বিয়ের সময় আপনার বাবা মারা যায়।
১ বছর যাবত কোন বাচ্চা না হওয়ায় আপনি মনে করেন আপনার কোনদিন বাচ্চা হবে না । ডাক্তার রা বলেন অপেক্ষা করতে হবে। আপনি তখন থেকেই মানসিক ভারসাম্য হারাতে থাকেন।

কিন্তু আপনাদের মনে হয় সান্তনা দেয়ার জন্য ডাক্তার এমনটা বলছে।
আপনারা অনেক কবিরাজ ও তান্ত্রিক এর কাছে যান।এর মধ্য একজন আপনাদের বলে আপনি মা হতে

পারবেন তবে রশিদ কে প্রতিদিন আপনাকে এই পরা পানি খাউয়াতে হবে।

কিভাবে বাচ্চাটি গর্ভে আসবে তার ব্যাখ্যাই তান্ত্রিক বলে,
‘আমাদের আশেপাশে অনেক আত্না ঘুরে বেড়াই নতুন জন্ম নিয়ে তার অতৃপ্ত আশা পূরন করা বা কোন প্রতিশোধ নেয়ার জন্য। এমন কোন এক আত্মাই তোর বউ এর পেটে জন্ম নেবে।’
তবে সর্ত একটাই তোকে তোর সবচেয়ে বড় শত্রুকে মারতে হবে। আর আয়নাপুর গ্রামের সবচেয়ে বড় নেতা মনসুর আলি ছিল রশিদ এর সবচেয়ে বড় শত্রু’।

আপনি মানা করে দেন । আপনি কখনই চান না আপনার স্বামি খুনি হোক বা আপনার পেটে কোন আত্মা জন্মার বা আপনার সন্তান জানতে পারুক তার বাবা খুনি। এজন্য আপনি রশিদ কে আপনার কসম খাওয়ান যেন এমন কোন কাজ কখনও না করে।

কিছুদিন পর এর ঘটনা,
আপনার পেটে বাচ্চা আসে। আপনি প্রচুর ভয় পেয়ে যান এবং মনে করেন আপনার স্বামি হয়ত মনসুর আলিকে মেরে ফেলেছে এবং ওই তান্ত্রিক এর কথা শুনেছে আপনাকে ছুয়ে কসম খাওয়ার পর ও। আপনি প্রতিনিয়ত ই ভয় পেতে থাকেন আপনার স্বামিকে। মাঝে মাঝে সান্তনা দেন হয়ত সে এমনটা করে নি আল্লাহ সহায় হয়েছেন।

কিন্তু আপনি সিওর হয়ে যান আপনার স্বামি খুন করেছে যখন, একদিল পুলিশ বন্দুক হাতে আপনার বাড়িতে আসেন। আপনি প্রচন্ড পরিমানে ভয় পেতে থাকেন।

আমরা যখন ই আপনার স্বামিকে জিজ্ঞাসা করতে যাব এদিক দিয়ে এক সন্ত্রাসি পালিয়েছে। আপনি কি দেখেছেন?

ঠিক তখন ই এমনভাবেই বন্দুক কেড়ে নেন আমাদের কাছ থেকে এবং আপনার স্বামিকে বলেন স্যালেন্ডার করতে।
আপনার স্বামি কিছু করেই নি তাই কিছু বলতে না পারায় ভুল করে ভয় ও রাগের মধ্য আপনি

আপনার স্বামির মাথাই বন্দুক চালিয়ে ফেলেন।

সাথে সাথেই আপনার স্বামি মারা যাই।

আপনাকে জেলে বন্দি করার পর আপনি নিজে নিজেকে সান্তনা দিতে থাকেন যাকে মেরেছেন সে তো একজন খুনিই ছিল। কিন্তু ঠিক তখনই আপনার মাথার ভারসাম্য পুরোপুরি নষ্ট হয় যখন সবাই বলাবলি করে ' আজ এখনই আয়নানগর মাঠে নিজের জন্য ভোট চায়বে মনসুর আলি '।

এর পর থেকেই আপনি সপ্নে আয়নাগর,আয়নানগর শুনেন। নিজে নিজেই কথা বলতে থাকেন। সবসময় বলতে থাকেন রশিদ আমাকে ক্ষমা করে দাও আমি ইচ্ছা করে করি নি। আমি ভেবেছিলাম তুমি মনেহয় মনসুর আলিকে খুন করেছো আমাদের সন্তান এর জন্য । আমাকে ক্ষমা করে দাউ।

আপনার মানসিক অবস্থা খারাপ হবার জন্য শারিরীক অবস্থা ও খারাপ হতে থাকে। তাই আপনার পেটের বাচ্চা নষ্ট করে দিতে হয় এবং আমরা তাই ই করি।

পরে আপনি আপনার বাচ্চার জন্য বেচে থাকতে চান এই দুনিয়াই। তাই গুনে গুনে ১০ মাস ১০ দিন পার করেন কিন্তু বাচ্চা না হওয়া দেখে আপনার শারিরীক মানসিক উভয় অবস্থাই আরো খারাপ হয় এবং আপনি পুরোপুরি পাগল হয়ে যান।

এরপর আমরা আপনাকে পাগলাগারদ এ রাখি। এবং সেখান থেকেই একজন পাগল কে আপনি আপনার বাচ্চা মনে করেন কারন সে সবসময় আয়নানগর আয়নানগর যাব করত। ওর বয়স ছিল ৬ বছর তবে আপনি ওকে কেবল ভুমিষ্ঠ শিশু মনে করতেন। নিজের কাছে রাখতেন। যদিও শিশুটি একা থাকা পছন্দ করত তাউ আমরা ওকে আপনার ককাছে দিতাম।

করন ওকে পেয়ে আপনআর দিন তারাতাড়ি কাটতে থাকে। কিন্তু রশিদ না থাকাই আপনার মানসিক অবস্থার কোন উন্নতি হয় নি।

তাই আপনাকে ২ বছর পর আরো ভাল ট্রিটমেন্ট এর জন্য শহরের হসপিটাল এ পাঠানো হয়।
ঠিক তখন থেকেই আপনার মস্তিষ্ক ফ্যান্টাসিক ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ আপনার কল্পনার জগত তৈরি করতে থাকে। আপনাকে এখান থেকে শহরের হসপিটাল এ নিতে যেই ডক্টর আসে তাকে আপনি রশিদ মনে করেন। এবং আপনার মস্তিষ্কে একটা আশা যাগাই যে আপনার শুখের দিন আবার ফিরে আসতে চলেছে। আপনার কাছে আপনার স্বামি আছে, মুন্নিও আছে।

আর এখন যেখানে আছেন এইটাই সেই হাসপাতাল এটা কোম হোটেল না।

আর একদিন মেয়েটির বাবা অর্থাৎ আপনার মুন্নির আস বাবা দেখতে আগের হসপিটাল এ আসে তাই আপনার কাছ থেকে মুন্নিকে নিয়ে যাবার প্লান করি । মুন্নিকে নিয়ে গেলে আপনার অবস্থা যেন অবনতির দিকে না যাই সেজন্য মুন্নিকে নিয়ে মুন্নির বদলে এসিড দূর্ঘটনার এক মেয়েকে রাখা হয় আপনার কাছে যেন আপনি তাকে চিনতে না পারেন আর মুন্নি ভাবেন।

তাহলে এটা হোটেল নয় এটা কিভাবে হতে পারে?

পুলিশ ডাক্তার কে ডাকল এবং ডাক্তার তার প্রশ্নের উত্তরে বলল,
‘আপনি খুব মনে প্রানে চায়ছিলেন যেন সব কিছু ঠিক হয়ে যায়। এজন্য যখন আপনি পাগলাগারদ এ বাচ্চাটিকে পান তখন আপনার মনে আশা জাগে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবার কিন্তু রশিদ তখনও ছিল না। ঠিক যখনই রশিদ কে পান অর্থাৎ ডাক্তার কে পান তখন ই মুন্নিকে পাবার আগে যা কিছু খারাপ ঘটে আপনি তা সবকিছু ভাল করার চেষ্টা করেন। আপনার মস্তিষ্ক একটা ফ্যান্টাসি ওয়ার্ল্ড তৈরি করে। যেখানে আপনি আর আপনার পরিবার নির্দোশ।

এজন্য এই হাসপাতালে আসার সময় মনসুর আলি না থাকা সর্তেউ আপনি তাকে দেখেন। আপনি সবকিছু ঠিক রাখার জন্য হসপিটাল কে হোটেল ভাবেন। তান্ত্রিক এর কাছে গিয়ে মস্তিষ্কে কনফার্ম করান রশিদ আর কোন তান্ত্রিক এর সাহায্য নেয় নি আর আপনার বাচ্চা সাধারন ভাবেই হয়েছে। এভাবেই আপনি আপনার নিজের তৈরি দুনিয়াই সবকিছু ঠিক করে শান্তিতে থাকতে চেয়েছিলেন যা এখন আর সম্ভন না।’ কারন এখন আপনি সব যেনে গেছেন।

নাবিলার কাছে উত্তরগুলো বিশ্বাসযোগ্য হয় না। তার মাথা ঘুরতে থাকে। বন্দুক চালিয়ে দেয় পুলিশটির মাথায়।

প্রচণ্ড জোরে পরপর দুটি গুলির আওয়াজ হয়। চারিদিক আস্তে আস্তে অন্ধকার আর মাথা ভারি হতে থাকে। মনে হয় যেন চিরনিদ্রাই তলিয়ে যাচ্ছে। অন্যরা কি যেন কথা বলছে তবে কিছুই শোনা যাচ্ছে না। চোখ ও আস্তে আস্তে বুজে যাচ্ছে। আচ্ছা নাবিলা কি মারা যাচ্ছে......... (সমাপ্ত)

<<<   >>>